সমকাল

তারিখ ... 2 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

ভর্তি পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন নিয়ে তিতুমীরের শিক্ষকদের অসন্তোষ

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধিভুক্ত ঢাকার সাত কলেজে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একাধিক কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষকরা। সম্মানী নিয়ে ঢাবি ও কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য এবং তাদের সঙ্গে ঢাবির এক প্রভাষকের দুর্ব্যবহার এর কারণ বলে জানা গেছে। গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর ৯টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাবি অধিভুক্ত সাত কলেজ

ঢাবি ও তিতুমীর কলেজ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাওয়া শিক্ষকদের দুই হাজার টাকা করে সম্মানী দেওয়া হয়। কিন্তু একই সময়ে একই সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষকদের দেওয়া হয় পাঁচশ' টাকা করে। এ নিয়ে কলেজের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও কলেজের অধ্যক্ষের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এ ছাড়া ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো ডিনস প্রতিনিধিদের একজন তিতুমীর কলেজ কেন্দ্রের কয়েক শিক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং দুই নারী শিক্ষার্থীকে কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

সম্মানীর বিষয়ে জানতে চাইলে সাত কলেজের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের দায়িত্বে থাকা ঢাবির কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবু মো. দেলোয়ার হোসেন সমকালকে বলেন, কলেজের শিক্ষকদের কত টাকা করে দেবেন তা নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষরা জানেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের হাতে সব শিক্ষকের সম্মানী বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে কোনো মতেই পাঁচশ' টাকা করে দেয়নি।

এ বিষয়ে তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু হায়দার আহমেদ নাসের সমকালকে বলেন, পরীক্ষার্থী অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যাতে অধিক সংখ্যক শিক্ষককে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। সেভাবেই সব দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের মধ্যে সম্মানী বণ্টন করা হয়েছে।

এদিকে তিতুমীর কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কথা স্বীকার করেন ঢাবির ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক ইলিয়াস উদ্দিন। তিনি বলেন, পরীক্ষার হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

ভর্তি পরীক্ষায়

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরীক্ষার্থীরা একে অপরের খাতা দেখাদেখি করছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিলেন। প্রায় ২০ মিনিট নীরবে সহ্য করার পর তিনি বাধ্য হয়ে তাদের ধমক দিয়েছেন। নারী শিক্ষার্থীকে কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখার বিষয়টিও স্বীকার করেন এই প্রভাষক। ঢাবি অধিভুক্ত সাত সরকারি কলেজে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে ১৬ হাজার ৯০০ আসনের বিপরীতে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ৭০৪ জন। মোট ৯টি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।